দায়িত্বে অবহেলা করে বেতন নেওয়া কি হালাল?



ছবি: সংগৃহীত

কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন শুধু চাকরির শর্ত নয়, ইসলামের দৃষ্টিতেও এটি একটি আমানত। নির্ধারিত কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করা, সময় মেনে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকা এবং অর্পিত দায়িত্বে আন্তরিক থাকা একজন কর্মীর কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ফাঁকি দেওয়া আমানতের খেয়ানতের শামিল। তাই কাজ না করে কিংবা দায়িত্বে গাফিলতি করে পূর্ণ বেতন নেওয়ার বিষয়টি ইসলামে গুরুতরভাবে বিবেচিত।

ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মানুষের ইবাদত ও দোয়া কবুলের সঙ্গে তার উপার্জনের বৈধতার সম্পর্ক রয়েছে। নবীজি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'হালাল উপার্জন করা, অন্যান্য ফরজ আদায়ের পর আরেকটি ফরজ।' (তাবরানি ও বায়হাকি)।

মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' এরপর তিনি শাসক, পরিবারের কর্তা, নারী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। (সহিহ বুখারি: ৬৬৫৩)।

পবিত্র কোরআনেও জীবিকা অনুসন্ধানের নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নামাজ শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর দেওয়া উত্তম রিজিক অনুসন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, তোমরা সফলকাম হবে।' (সুরা জুমা, আয়াত: ১০)।

নিজের শ্রমে উপার্জন করাকে ইসলাম বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। হাদিসে এসেছে, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য।' (বায়হাকি)। অর্থাৎ হালাল পথে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করাও সওয়াবের কাজ।

কর্মস্থলে নিয়োগের সময় যে দায়িত্ব ও সময়ের অঙ্গীকার করা হয়, তা যথাযথভাবে পালন করা জরুরি। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হওয়া, অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করা কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ এড়িয়ে চলা দায়িত্বের প্রতি অবহেলা। এমন আচরণে কর্মীর উপার্জিত বেতনের বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। কারণ দায়িত্ব পালনের বিনিময়েই বেতন দেওয়া হয়।

আমানতের খেয়ানত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কাউকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে সে যদি সামান্য সুতা পরিমাণ জিনিসও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাজির হতে হবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ)।

হারাম উপার্জনের পরিণতি সম্পর্কেও হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে দান করলেও তা কবুল হয় না এবং সেই সম্পদে বরকত থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)।

আরেক হাদিসে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যিনি দীর্ঘ সফর শেষে আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে দোয়া করেন; কিন্তু তাঁর খাবার, পানীয় ও পোশাক হারাম উপার্জনে কেনা হওয়ায় তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার পথে বাধা তৈরি হয়। (মিশকাতুল মাসাবিহ)।

তবে কর্মক্ষেত্রে শুধু কর্মীর দায়িত্বের কথাই নয়, নিয়োগকর্তারও শ্রমিকের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করা জরুরি। কর্মীর সামর্থ্যের বাইরে কাজের চাপ দেওয়া কিংবা কাজ আদায় করে ন্যায্য পারিশ্রমিক আটকে রাখা ইসলামের নির্দেশনার পরিপন্থী। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৩০)।

সুতরাং কর্মীর উচিত অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। নির্ধারিত কাজ না করে পূর্ণ বেতন নেওয়া যেমন আমানতের খেয়ানত হতে পারে, তেমনি নিয়োগকর্তারও দায়িত্ব কর্মীর প্রাপ্য অধিকার যথাসময়ে বুঝিয়ে দেওয়া। উভয় পক্ষের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্য দিয়েই কর্মক্ষেত্রে হালাল উপার্জন ও পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত হতে পারে।